Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XV, Issue-I, October 2026, Page No. 52-70
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.15.issue.01W.135

প্রাচীন ঢাকা থেকে বিশ্ব দরবারে জামদানি: ঐতিহাসিক বিবর্তন, অর্থনৈতিক প্রভাব ও বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খল বিশ্লেষণ

সিনথিয়া ইসরাত, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 15.10.2026; Accepted: 27.10.2026; Available online: 31.10.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Jamdani is a living historical record of the interplay between the geographical distinctiveness of ancient Dhaka, Mughal political economy, colonial disruption, and the contemporary global market. This article analyses the historical evolution of Jamdani from ancient Dhaka to the world stage and its economic impact, particularly the unequal distribution of value along its supply chain. Using a qualitative, historical-analytical case study design, it integrates Bourdieu's cultural capital, Wallerstein's world-systems analysis, Gereffi's global value chain approach, and Nye's and Anholt's concepts of soft power and nation branding. The findings show that the craft flourished under Mughal patronage, collapsed under colonial exploitation, and revived after UNESCO's Intangible Cultural Heritage inscription (2013) and Geographical Indication registration (2016). These recognitions have converted weavers' embodied knowledge into institutionalised capital that commands premium prices, yet in a buyer-driven chain most gains accrue to intermediaries and international brands, while weavers receive roughly one-tenth of the final price. The article proposes a phased policy framework combining blockchain-based traceability, producer-owned digital marketing, and strict enforcement of Geographical Indication law.

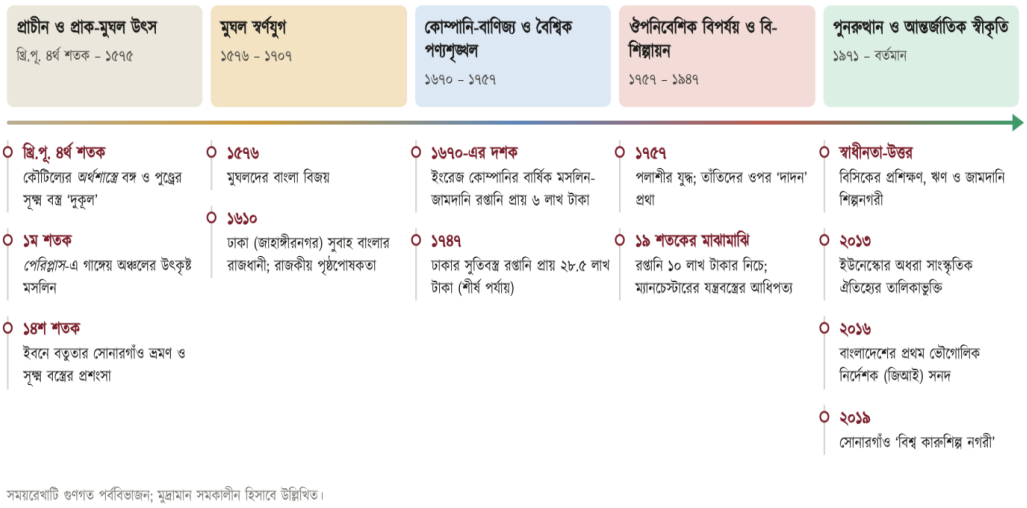
Keywords: Jamdani, ancient Dhaka, Geographical Indication, cultural capital, global value chain

১. ভূমিকা ও গবেষণার পটভূমি:

১.১ প্রারম্ভিক অবস্থান:

হস্তচালিত তাঁতে বোনা বস্ত্রের বৈশ্বিক ইতিহাসে জামদানি এক অনন্য অধ্যায় (Piya, 2018; চৌধুরী, ২০১৭; সান্যাল, ২০২৫)। ফারসি 'জামা' (পরিধেয় বস্ত্র) ও 'দানি' (পাত্র বা আধার) শব্দের সমন্বয়ে গঠিত এ নামটি একইসঙ্গে বস্ত্রের নকশা-বৈশিষ্ট্য ও রাজকীয় মর্যাদাকে নির্দেশ করে (করিম, ২০১১; শাহেদ, ১৯৮৫; সাইদুর, ১৯৯৩)। ভিন্ন এক ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুসারে, 'জামা' ও 'দানা' (বুটি বা নকশা) থেকে 'জামদানি' শব্দের উৎপত্তি, অর্থাৎ নকশাদার কাপড় (অনন্যা ডেস্ক, ২০২৪; আহমেদ, ২০২০; মজুমদার, ২০১০)। জামদানি প্রাচীন মসলিনেরই জ্যামিতিক নকশাদার ধারাবাহিকতা, যা বাঙালির আত্মপরিচয়, সাংস্কৃতিক রুচি ও বুননশিল্পের এক জীবন্ত মহাকাব্য (Glassie & Mahmud, 2007; Habib, 2017; রহিম, ২০০৮)। সুতার অসামান্য সূক্ষ্মতার কারণে পাশ্চাত্য পর্যটক ও বণিকেরা ঢাকাই মসলিনকে 'ওভেন এয়ার' বা 'বাতাসে বোনা

কাপড়' বলে অভিহিত করতেন (আকন্দ, ২০১৮; মামুন, ২০১৯; হোসাইন, ২০২৪)। প্রাচীন উৎস থেকে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পর্যন্ত জামদানির ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রধান পর্ব ও মাইলফলকগুলো চিত্র ১-এ সময়রেখা আকারে উপস্থাপিত হলো।



চিত্র ১: জামদানির ঐতিহাসিক বিবর্তনের সময়রেখা (খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে ২০১৯)

সূত্র: Karim (n.d.), Raychaudhuri ও Habib (1982), UNESCO (2013), FE Online Desk (2019) এবং করিম (২০১১)-এর ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রণীত।

১.২ ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য ও শীতলক্ষ্যার পরিবেশগত ভূমিকা:

জামদানি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র প্রাচীন ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, বিশেষত সোনারগাঁও, রূপগঞ্জ, ডেমরা ও নারায়ণগঞ্জ (Ahmed, 2020; ইকবাল, ২০১৭)। শীতলক্ষ্যা নদী থেকে উত্থিত জলীয় বাষ্প বাতাসে যে সুনির্দিষ্ট আর্দ্রতা সৃষ্টি করত, তা সুতা কাটা ও বুননের সময় সূক্ষ্ম সুতা ছিঁড়ে যাওয়া রোধে অপরিহার্য ছিল (করিম, ২০১১; মজুমদার, ২০১৭; মামুন, ২০১৯)। লোকজ জ্ঞান ও স্থানীয় বিবরণ অনুযায়ী, শীতলক্ষ্যার পানির খনিজ বৈশিষ্ট্য সুতা ধোয়া ও রং করার ক্ষেত্রে বস্ত্রে বিশেষ উজ্জ্বলতা দান করত (সাদিক, ২০১২)। ঊনবিংশ শতকের ব্রিটিশ প্রশাসক ও চিকিৎসক জেমস ওয়াইজ এ নদীর পানিকে বিশুদ্ধতা ও শীতলতার জন্য উল্লেখযোগ্য বলে বর্ণনা করেছেন (Wise, 1883; ইকবাল, ২০১৭)। এই ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বিশেষত্বই পরবর্তীকালে জামদানির ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) স্বীকৃতির যুক্তিগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করে (Zahur, 2018; সুলতানা, ২০২৪; হোসেন, ২০২৩)।

১.৩ স্বর্ণযুগ ও বিপর্যয়ের রূপরেখা:

সপ্তদশ শতকের সূচনায় মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে ঢাকা যখন সুবাহ বাংলার রাজধানী হয়, তখন জামদানি এক অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির যুগে প্রবেশ করে (Karim, 1964/2020; করিম, ২০১১; মজুমদার, ২০১৭)। সম্রাট জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত প্রত্যেকের শাসনামলে জামদানি ছিল রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত এক অভিজাত বিলাস-পণ্য (Glassie & Mahmud, 2007; রহিম, ২০০৮)। আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী*-তে ঢাকা ও সোনারগাঁও অঞ্চলের সূক্ষ্ম বস্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায় (Abu'l-Fazl, ca. 1598/1927; মামুন, ২০১৯; সাইদুর, ১৯৯৩)। মুঘল দরবারের সূক্ষ্ম মসলিন সম্পর্কে প্রচলিত বিবরণে বলা হয়, তা

এতটাই স্বচ্ছ ছিল যে পরিধান করলেও শরীর প্রায় দৃশ্যমান থাকত (করিম, ২০১১; বড়ুয়া, ২০২২)। সম্রাট আওরঙ্গজেবের জন্য তৈরি একটি জামদানির মূল্য ছিল ২৫০ টাকা, আর ১৭৭৬ সালে একটি উন্নতমানের জামদানির মূল্য ছিল ৫৬ পাউন্ড (করিম, ২০১১)। জামদানি শুধু ভারতীয় উপমহাদেশেই নয়, ইউরোপের রাজদরবারেও অপরিহার্য বিলাস-পণ্যে পরিণত হয়েছিল (চৌধুরী, ২০১৭; খান, ২০২৪; মাসুদ, ২০২২)। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক উত্থান এবং ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট অসম বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা এ শিল্পের জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনে (Ghosh & Akter, 2005; Liton et al., 2016; আকন্দ, ২০১৮)। ম্যানচেস্টারের সস্তা যন্ত্রে তৈরি কাপড় এবং ঔপনিবেশিক শোষণমূলক নীতির কাছে পরাস্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক তাঁতি পেশা হারান (রহমান, ২০২৩; সান্যাল, ২০২৫; হক, ২০২০)।

১.৪ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সমসাময়িক দ্বন্দ্ব:

একবিংশ শতকে জামদানি পুনরায় বিশ্বমঞ্চে নিজের স্থান করে নেয়। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ বিষয়ক আন্তঃসরকারি কমিটির অষ্টম অধিবেশনে 'জামদানি বয়নের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা' (*Traditional art of Jamdani weaving*) মানবতার অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় (UNESCO, 2013; Mostafiz, 2026; হোসেন, ২০২৩)। এরপর ২০১৬ সালে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর জামদানিকে বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে সনদ প্রদান করে (FE Online Desk, 2019; Zahur, 2018; ইসলাম, ২০২৪)। এই দ্বৈত স্বীকৃতি জামদানির বাজারমূল্য ও বৈশ্বিক মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি করলেও এক গভীর বৈপরীত্যও সৃষ্টি করেছে: বিশ্ববাজারে যেখানে একটি উচ্চমানের জামদানি শাড়ি লাখ টাকায় বিক্রি হয়, সেখানে এর মূল বুননশিল্পী সপ্তাহে মাত্র দুই থেকে তিন হাজার টাকা মজুরি পান (Ali, 2025; Islam et al., 2025; শাওন, ২০২২)। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৩৫,০০০-৪০,০০০ প্রত্যক্ষ তাঁতি এবং আরও প্রায় ৩,০০,০০০ পরোক্ষ শ্রমিক জামদানি খাতের ওপর নির্ভরশীল (Ahmed, 2020; Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation [BSCIC], 2022; হোসেন, ২০২৩)। বার্ষিক উৎপাদনের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১,৮০০ কোটি টাকা (প্রায় ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), যার প্রায় ৩০ শতাংশ রপ্তানি হয় (Export Promotion Bureau [EPB], 2025; খান, ২০২৪; মাসুম, ২০২৪)।

১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা:

উপরোক্ত বৈপরীত্যই এ গবেষণার প্রধান প্রেরণা। জামদানি নিয়ে ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, নান্দনিক ও অর্থনৈতিক গবেষণা পৃথকভাবে বিদ্যমান থাকলেও ঐতিহাসিক বিবর্তন ও সমকালীন অর্থনৈতিক কাঠামোকে একটি সমন্বিত তাত্ত্বিক লেন্সে বিশ্লেষণের প্রয়াস এখনো সীমিত (Mostafiz, 2026; Zahur, 2018)। এ গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রস্তাবনা হলো: প্রাচীন ঢাকার জামদানি একটি স্থানীয় কারুশিল্প থেকে বৈশ্বিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির উচ্চমূল্যের 'সাংস্কৃতিক পণ্যে' রূপান্তরিত হয়েছে, এবং এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় কারিগর ও মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে সৃষ্ট ক্ষমতা ও মুনাফার অসমতা জামদানির টেকসই ভবিষ্যৎকে হুমকির মুখে ফেলছে।

১.৬ গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণা প্রশ্ন:

এ গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো প্রাচীন ঢাকা থেকে বিশ্ব দরবারে জামদানির ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাবকে একটি সমন্বিত তাত্ত্বিক কাঠামোয় বিশ্লেষণ করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্নোক্ত গবেষণা প্রশ্নগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে:

গবেষণা প্রশ্ন ১: প্রাক-মুঘল, মুঘল, ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে জামদানির উৎপাদন, বাণিজ্য ও পৃষ্ঠপোষকতার কাঠামো কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?

গবেষণা প্রশ্ন ২: ইউনেস্কো ও ভৌগোলিক নির্দেশক স্বীকৃতি জামদানির সাংস্কৃতিক পুঁজিকে কীভাবে অর্থনৈতিক মূল্যে রূপান্তরিত করেছে?

গবেষণা প্রশ্ন ৩: সমকালীন বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে মুনাফা বণ্টনের ধরন কী, এবং এর ফলে কারিগরদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে?

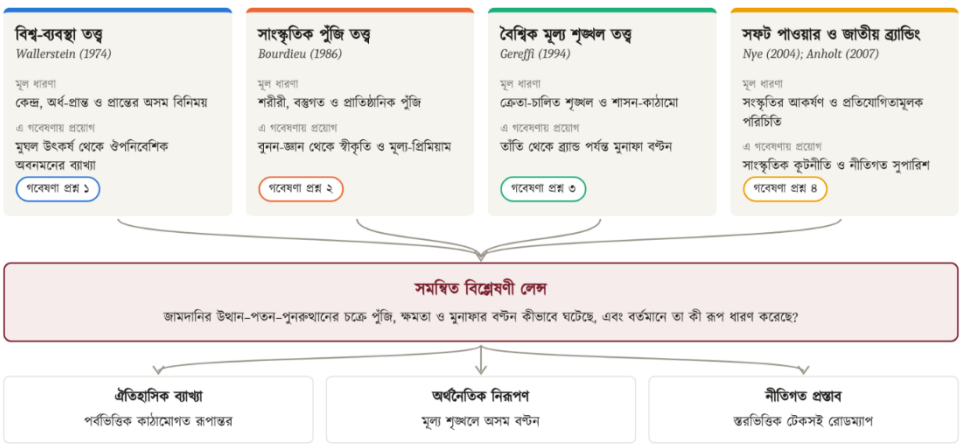
গবেষণা প্রশ্ন ৪: জামদানির টেকসই বিকাশ ও কারিগরদের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করতে কোন ধরনের নীতিগত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন?

২. তাত্ত্বিক ও ধারণাগত কাঠামো:

জামদানির বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের জন্য এ গবেষণায় চারটি পরিপূরক তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে সাংস্কৃতিক পুঁজি তত্ত্ব কারিগরি জ্ঞানের প্রকৃতি ও এর মূল্যায়ন, বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব ঐতিহাসিক উত্থান-পতন, বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খল তত্ত্ব সমকালীন মুনাফা বণ্টন এবং সফট পাওয়ার ও জাতীয় ব্র্যান্ডিং তত্ত্ব আন্তর্জাতিক পরিসরে জামদানির প্রতীকী ভূমিকা ব্যাখ্যায় সহায়তা করে।

২.১ তাত্ত্বিক কাঠামোর সহ-সংযোগ:

চিত্র ২-এ চারটি তত্ত্বের মূল ধারণা, এ গবেষণায় সেগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রশ্নের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে; তত্ত্বগুলো একটি সমন্বিত বিশ্লেষণী লেন্সে মিলিত হয়ে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা, অর্থনৈতিক নিরূপণ ও নীতিগত প্রস্তাবের ভিত্তি তৈরি করে।



চিত্র ২: গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামোর সহ-সংযোগ

সূত্র: Bourdieu (1986), Wallerstein (1974), Gereffi (1994), Nye (2004) ও Anholt (2007)-এর ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রণীত।

২.২ তাত্ত্বিক পরিভাষার বিশ্লেষণ:

ক) সাংস্কৃতিক পুঁজি তত্ত্ব (Bourdieu, 1986)

বোর্দিও (Bourdieu, 1986) পুঁজিকে কেবল অর্থনৈতিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও প্রতীকী মাত্রায় বিশ্লেষণ করেছেন; তাঁর মতে সাংস্কৃতিক পুঁজি তিনটি রূপে বিদ্যমান থাকে (রহিম, ২০০৮)। জামদানির ক্ষেত্রে এই তিন রূপ নিম্নরূপে প্রতিফলিত হয়:

- **শরীরী সাংস্কৃতিক পুঁজি:** জামদানি বয়নের অলিখিত জ্ঞান ওস্তাদ কারিগরেরা মুখে 'বোল' আউড়ে ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে শাগরেদকে শেখান; এভাবে এটি প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত হয় (Glassie, 1997; Yasmin & Agrawal, 2023; সাইদুর, ১৯৯৩)।
- **বস্তুগত সাংস্কৃতিক পুঁজি:** এই জ্ঞান সুতা, জরি ও রঙের মাধ্যমে জামদানি শাড়িতে মূর্ত রূপ লাভ করে, যা বাজারে বিনিময়যোগ্য পণ্য (Piya, 2018; Saha, 2025; সান্যাল, ২০২৫)।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক পুঁজি:** ইউনেস্কো ও ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) স্বীকৃতি এই জ্ঞান ও পণ্যকে আন্তর্জাতিক বৈধতা প্রদান করে, যা বাজারে অর্থনৈতিক প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করে (Chowdhury, 2022; Zahur, 2018; হোসেন, ২০২৩)।

খ) বিশ্ব-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ (Wallerstein, 1974)

ওয়ালারস্টাইনের (Wallerstein, 1974) তত্ত্ব অনুসারে, বৈশ্বিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি কেন্দ্র, অর্ধ-প্রান্ত ও প্রান্ত অঞ্চলে বিভক্ত এবং এদের মধ্যে অসম বিনিময়ের সম্পর্ক বিদ্যমান (চৌধুরী, ২০১৭)। মুঘল আমলে বাংলা ছিল উচ্চমূল্যের শিল্পপণ্য রপ্তানিকারী একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক অঞ্চল, যা ইউরোপের সঙ্গে বিলাস-পণ্যের বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল (Chaudhuri, 1978; করিম, ২০১১; মজুমদার, ২০১৭)। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলা ক্রমে প্রান্তিক অবস্থানে নেমে যায়; স্থানীয় শিল্প ধ্বংস করে একে কাঁচামালের উৎস ও ব্রিটিশ শিল্পপণ্যের ভোক্তায় পরিণত করা হয় (Bagchi, 1976; Liton et al., 2016; Pande, 2022; হক, ২০২০)।

গ) বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খল তত্ত্ব (Gereffi, 1994)

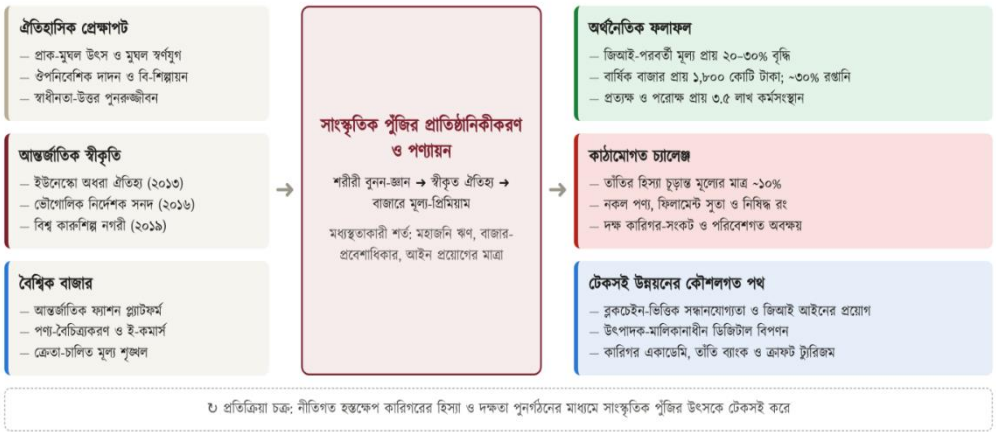
গেরেফি (Gereffi, 1994) দুই ধরনের পণ্যশৃঙ্খল চিহ্নিত করেছেন: 'উৎপাদক-চালিত' ও 'ক্রেতা-চালিত' (মাসুম, ২০২৪)। সমকালীন জামদানি বাণিজ্য 'ক্রেতা-চালিত' শৃঙ্খলের একটি উদাহরণ (Rahman & Islam, 2023; শাওন, ২০২২)। এখানে বড় ফ্যাশন ব্র্যান্ড ও আন্তর্জাতিক খুচরা বিক্রেতারা নকশা, মূল্য ও সরবরাহের সময়সূচি নির্ধারণ করে; অন্যদিকে প্রকৃত উৎপাদক তাঁতি শৃঙ্খলের দুর্বলতম প্রান্তে অবস্থান করে মুনাফার নগণ্য অংশ পান (Chowdhury et al., 2023; ব্যানার্জি শুভ, ২০২৫)।

ঘ) সফট পাওয়ার ও জাতীয় ব্র্যান্ডিং তত্ত্ব (Anholt, 2007; Nye, 2004)

নাইয়ের (Nye, 2004) মতে, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও নীতির আকর্ষণের মাধ্যমে বলপ্রয়োগ ছাড়াই আন্তর্জাতিক প্রভাব বিস্তার করা যায়, যাকে তিনি 'সফট পাওয়ার' বলেছেন (Mostafiz, 2026; মাসুদ, ২০২২)। আনহোল্ট (Anholt, 2007) দেখিয়েছেন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একটি রাষ্ট্রের 'প্রতিযোগিতামূলক পরিচিতি' বা জাতীয় ব্র্যান্ডের অন্যতম প্রধান উপাদান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জামদানি বাংলাদেশের অন্যতম শক্তিশালী সাংস্কৃতিক দূত (খান, ২০১৯; মাসুদ, ২০২২; হোসাইন, ২০২৪)। আন্তর্জাতিক ফোরামে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের জামদানি পরিধান ও উপহার প্রদান গণমাধ্যমে 'শাড়ি-কূটনীতি' বা 'জামদানি ডিপ্লোমেসি' নামে পরিচিতি পেয়েছে (খান, ২০২৪; মুখোপাধ্যায়, ২০২৫)।

২.৩ ধারণাগত কাঠামো:

উপরোক্ত চারটি তত্ত্বের সমন্বয়ে এ গবেষণার ধারণাগত কাঠামো চিত্র ৩-এ উপস্থাপিত হলো। এখানে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বৈশ্বিক বাজার হলো প্রভাবক উপাদান; এগুলো 'সাংস্কৃতিক পুঁজির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও পণ্যায়ন' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একদিকে অর্থনৈতিক সুফল এবং অন্যদিকে কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। মহাজনি ঋণ, বাজার-প্রবেশাধিকার ও আইন প্রয়োগের মাত্রা এই প্রক্রিয়ার মধ্যস্থতাকারী শর্ত হিসেবে কাজ করে, আর নীতিগত হস্তক্ষেপ প্রতিক্রিয়া চক্রের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পুঁজির উৎস, অর্থাৎ কারিগরকে, টেকসই করে।



চিত্র ৩: জামদানি শিল্পের ধারণাগত কাঠামো

সূত্র: গবেষক কর্তৃক প্রণীত।

৩. সাহিত্য পর্যালোচনা:

৩.১ ঐতিহাসিক ও ঔপনিবেশিক সাহিত্য:

জেমস টেলর তাঁর *A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca, in Bengal* গ্রন্থে ঢাকার কার্পাস তুলা, সুতা কাটার প্রক্রিয়া, তাঁতি সম্প্রদায় ও বৈশ্বিক বাণিজ্যের বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেছেন (Taylor, 1851; মজুমদার, ২০১৭; মামুন, ২০১৯)। জেমস ওয়াইজ *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal* গ্রন্থে ঢাকার তাঁতি সম্প্রদায়ের সামাজিক বিন্যাস, বিবাহপ্রথা ও বুনন পদ্ধতির নৃতাত্ত্বিক বিবরণ দিয়েছেন (Wise, 1883; রহিম, ২০০৮; শাহেদ, ১৯৮৫)। বি. সি. অ্যালেন সম্পাদিত *Eastern Bengal District Gazetteers: Dacca* ব্রিটিশ শাসনের শেষভাগে জামদানি শিল্পের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা তুলে ধরে (Allen, 1912; মজুমদার, ২০১৭; হক, ২০২০)। ফোর্বস ওয়াটসন ভারতীয় উপমহাদেশের বস্ত্রশিল্পের নমুনাভিত্তিক বিবরণে ঢাকার মসলিনকে এ অঞ্চলের সবচেয়ে মূল্যবান তাঁতজাত পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (Watson, 1866; করিম, ২০১১)।

৩.২ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের একাডেমিক সাহিত্য:

অধ্যাপক আবদুল করিম *Dacca: The Mughal Capital* গ্রন্থে মুঘল আমলে ঢাকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণ করেছেন (Karim, 1964/2020) এবং *ঢাকাই মসলিন* গ্রন্থে এর সঙ্গে জামদানি শিল্পের বিকাশের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন (করিম, ২০১১; সাইদুর, ১৯৯৩)। হেনরি গ্লাসি *Art and Life in Bangladesh* গ্রন্থে (Glassie, 1997) এবং ফিরোজ মাহমুদের সঙ্গে যৌথভাবে রচিত *Living Traditions*

গ্রন্থে (Glassie & Mahmud, 2007) জামদানি কারিগরদের বুনন প্রক্রিয়া ও জ্ঞানজগৎকে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি জামদানিকে একটি 'গাণিতিক শিল্প' হিসেবে দেখেছেন এবং কারিগরদের 'বোল'-কে ছন্দোবদ্ধ সংকেত-ভাষার সঙ্গে তুলনা করেছেন (Yasmin & Agrawal, 2023)। অর্থনীতিবিদ অমিয় কুমার বাগচি (Bagchi, 1976) ঊনবিংশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে 'বি-শিল্পায়ন'-এর পরিসংখ্যানভিত্তিক ও তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন, যা ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলার তাঁতশিল্পের পতন বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৩ সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও আইনি গবেষণা:

রহমান ও ইসলাম (Rahman & Islam, 2023) জামদানির বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে মুনাফা বণ্টনের অসমতা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের মাত্র প্রায় ১০ শতাংশ উৎপাদকের হাতে পৌঁছায়। আলী (Ali, 2025) মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে জামদানি তাঁতিদের আয়, জীবনমান ও আর্থিক সুস্থতার সংকট চিহ্নিত করেছেন। চৌধুরী (Chowdhury, 2022) জামদানির নকশার জ্যামিতিক সেমিওটিক্স বিশ্লেষণ করেছেন। মাহুয়া জাহুর (Zahur, 2018) জামদানি ও ইলিশ, বাংলাদেশের এই দুই নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মান নিয়ন্ত্রণ ও ন্যায্য প্রতিযোগিতার কাঠামোর অভাবে ভৌগোলিক নির্দেশকের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সীমিত রয়ে গেছে। আহমেদ (Ahmed, 2020) জামদানিকে ঘিরে তাঁতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করেছেন। চৌধুরী ও খান (Chowdhury & Khan, 2024a) টেকসই উদ্ভিজ্জ রঙে তৈরি জামদানি এবং বাজারে প্রচলিত রঙে তৈরি জামদানির তুলনামূলক গবেষণায় নিষিদ্ধ অ্যামাইনযুক্ত রং ব্যবহারের প্রমাণ পেয়েছেন (আক্তার, ২০২৪)। অন্যদিকে, চৌধুরী ও খান (Chowdhury & Khan, 2022) ঢাকা শহরের তরুণ নারী ভোক্তাদের মধ্যে জামদানি সম্পর্কে ধারণা ও ক্রয়-আচরণ বিশ্লেষণ করেছেন।

৩.৪ গবেষণার বিদ্যমান শূন্যতা:

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে জামদানি বিষয়ে ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক গবেষণা বিদ্যমান থাকলেও এগুলোকে একটি একীভূত তাত্ত্বিক কাঠামোয় ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা সীমিত (Mostafiz, 2026; ইকবাল, ২০১৭)। বিশেষত ইউনেস্কো ও ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) স্বীকৃতির পরবর্তী প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রভাব এবং কারিগরদের জীবনে তার প্রতিফলন নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ এখনো অপ্রতুল (Zahur, 2018; মাসুম, ২০২৪)। পাশাপাশি ভোক্তা-আচরণ ও বাজারকেন্দ্রিক গবেষণাগুলো (Chowdhury & Khan, 2022) উৎপাদকের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে খুব কমই সংযুক্ত হয়েছে (হোসেন, ২০২৩)। এ গবেষণা ঐতিহাসিক বিবর্তন ও সমকালীন মূল্য শৃঙ্খলকে একই বিশ্লেষণী কাঠামোয় যুক্ত করে এই শূন্যতা পূরণের প্রয়াস নিয়েছে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি:

এ গবেষণায় গুণগত ও ঐতিহাসিক-বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে জামদানি শিল্পকে একটি একক 'কেস' হিসেবে বিবেচনা করে ব্যাখ্যামূলক কেস স্টাডি নকশা এবং দীর্ঘ সময়পরিসরে পরিবর্তনের কার্যকারণ শনাক্তে 'প্রক্রিয়া অনুসন্ধান' (process tracing) কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের সময়সীমা প্রাক-মুঘল যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। গবেষণাটি মাধ্যমিক উৎসনির্ভর; উৎস হিসেবে প্রাথমিক ঐতিহাসিক দলিল (যেমন *আইন-ই-আকবরী*, টেলর, ওয়াটসন, ওয়াইজ ও অ্যালেনের রচনা), ইউনেস্কো, বিসিক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিবেদন, পিয়ার-রিভিউকৃত প্রবন্ধ ও একাডেমিক গ্রন্থ

এবং জাতীয় গণমাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য থিমভিত্তিকভাবে সংকেতায়িত করে 'বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ' ও 'সমালোচনামূলক ডিসকোর্স বিশ্লেষণ'-এর মাধ্যমে চারটি তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সূত্রগুলোর সংগতি যাচাইয়ে 'উপাত্ত ত্রিভুজায়ন' প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে মাঠপর্যায়ের প্রত্যক্ষ উপাত্তের অনুপস্থিতি, হালনাগাদ সরকারি পরিসংখ্যানের ঘাটতি এবং ঔপনিবেশিক বিবরণের দৃষ্টিভঙ্গিগত পক্ষপাত এ গবেষণার সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচিত; ফলে কিছু সংখ্যাগত তথ্য আনুমানিক এবং ঔপনিবেশিক সূত্রগুলো সমালোচনামূলকভাবে পাঠ করা হয়েছে।

৫. জামদানির ঐতিহাসিক বিবর্তন: প্রাচীন ঢাকা থেকে বিশ্বমঞ্চ

৫.১ প্রাচীন সূত্র ও প্রাক-মুঘল যুগ:

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত বলে বিবেচিত কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* 'বঙ্গ' ও 'পুণ্ড্র' অঞ্চলের সূক্ষ্ম শ্বেতবস্ত্র 'দুকূল'-এর উল্লেখ রয়েছে (Glassie & Mahmud, 2007; মামুন, ২০১৯; সাইদুর, ১৯৯৩)। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের গ্রিক নাবিক-বণিকের গ্রন্থ *পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি*-তে গাঙ্গেয় অঞ্চলের সর্বোৎকৃষ্ট মসলিনের কথা বলা হয়েছে (Raychaudhuri & Habib, 1982; রহিম, ২০০৮)। রোমান লেখক প্লিনি দি এল্ডার প্রাচ্যের বিলাসদ্রব্যের প্রতি রোমান অভিজাতদের আসক্তির ফলে সাম্রাজ্যের স্বর্ণভাণ্ডার নিঃশেষ হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন (Raychaudhuri & Habib, 1982; করিম, ২০১১; মজুমদার, ২০১৭)। মধ্যযুগে সোনারগাঁও ছিল সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র; চতুর্দশ শতকে ইবনে বতুতা এবং পঞ্চদশ শতকে চীনা দূতাবাসের সঙ্গী মা হুয়ান এ অঞ্চলের সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রশংসা করেছেন (Karim, 1964/2020; করিম, ২০১১; সাইদুর, ১৯৯৩)।

৫.২ মুঘল স্বর্ণযুগ ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চরম উৎকর্ষ:

১৫৭৬ সালে মুঘলদের বাংলা বিজয় এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে (১৬০৮-১৬১০) সুবাদার ইসলাম খানের সময় ঢাকাকে (জাহাঙ্গীরনগর) সুবাহ বাংলার রাজধানী ঘোষণার পর জামদানির স্বর্ণযুগ শুরু হয় (করিম, ২০১১; খান, ২০২৪; সাইদুর, ১৯৯৩)। রাজধানী হওয়ায় ঢাকায় বিপুলসংখ্যক অভিজাত, সেনানায়ক ও ধনাঢ্য বণিকশ্রেণির সমাবেশ ঘটে, যাঁরা ছিলেন সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রধান ক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষক (মজুমদার, ২০১৭; মামুন, ২০১৯)। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময় জামদানির নকশায় পারস্য ও মুঘল স্থাপত্যের মোটিফের সমন্বয় ঘটে (Chowdhury, 2022; Yasmin & Agrawal, 2023; মজুমদার, ২০১০)। আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী*-তে সাম্রাজ্যের বস্ত্রভাণ্ডারের যে বিবরণ রয়েছে, তাতে বাংলার সূক্ষ্ম বস্ত্রের উচ্চমূল্যের উল্লেখ পাওয়া যায় (Abu'l-Fazl, ca. 1598/1927; মামুন, ২০১৯; সাইদুর, ১৯৯৩)। একটি রাজকীয় জামদানির মূল্য ৪০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত হতো বলে উল্লেখ পাওয়া যায়, যা তৎকালীন একজন মধ্যম পর্যায়ের রাজকর্মচারীর মাসিক বেতনের সমতুল্য ছিল (Habib, 1999; Karim, 1964/2020; মাসুদ, ২০২২)।

৫.৩ বৈশ্বিক পণ্যশৃঙ্খলের উত্থান ও কোম্পানি বাণিজ্য:

মুঘল আমলের শেষভাগে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসি বণিক কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে ঢাকার বস্ত্রকে কেন্দ্র করে একটি সুসংহত বৈশ্বিক পণ্যশৃঙ্খল গড়ে ওঠে (Chaudhuri, 1978; Das Gupta, 2001; মামুন, ২০১৯; রহিম, ২০০৮)। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নথির ভিত্তিতে রচিত বিবরণ অনুযায়ী, ১৬৭০-এর দশকে কেবল এই কোম্পানিই বছরে প্রায় ৬,০০,০০০ টাকা মূল্যের মসলিন ও জামদানি রপ্তানি করত (করিম, ২০১১; মজুমদার, ২০১৭)। ইউরোপীয় বাজারে এসব বস্ত্রের পুনর্বিক্রয়মূল্য ক্রয়মূল্যের তিন থেকে পাঁচ গুণ পর্যন্ত লাভজনক ছিল (ইকবাল, ২০১৭; খান, ২০২৪)। ১৭৪৭ সালে ঢাকা থেকে রপ্তানিকৃত

সুতিবস্ত্রের মূল্য ছিল প্রায় সাড়ে আঠাশ লাখ টাকা, যা এ অঞ্চলের বস্ত্রবাণিজ্যের বিশালতা নির্দেশ করে (Karim, n.d.)।

৫.৪ ঔপনিবেশিক বিপর্যয় ও ধ্বংসের শারীরবিদ্যা:

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানি তাঁতিদের ওপর 'দাদন' প্রথা চাপিয়ে দেয়; নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত দামে পণ্য সরবরাহে ব্যর্থ হলে জেল-জরিমানা ও শারীরিক নির্যাতনের বিধান ছিল (Watson, 1866; করিম, ২০১১; সাইদুর, ১৯৯৩)। শিল্পবিপ্লবের ফলে ম্যানচেস্টারের সস্তা যন্ত্রে তৈরি কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা অসম্ভব হয়ে পড়ে, অথচ ভারতীয় বস্ত্রের ওপর ব্রিটেনে উচ্চ শুল্ক আরোপিত ছিল (Bagchi, 1976; Pande, 2022; চৌধুরী, ২০১৭; সান্যাল, ২০২৫)। বাগচির (Bagchi, 1976) হিসাব অনুযায়ী, গাঙ্গেয় বিহারে শিল্পনির্ভর জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৮০৯-১৩ সালের প্রায় ১৮.৬ শতাংশ থেকে ১৯০১ সালে ৮.৫ শতাংশে নেমে আসে, যা পূর্ব ভারতে 'বি-শিল্পায়ন'-এর স্পষ্ট প্রমাণ। এর প্রভাবে ঢাকার সুতিবস্ত্র রপ্তানির মূল্য অষ্টাদশ শতকের শেষে ১৭৪৭ সালের তুলনায় প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে এবং ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি তা দশ লাখ টাকারও নিচে নেমে যায় (Karim, n.d.; Taylor, 1851)। মসলিন কার্যত বিলুপ্ত হলেও জামদানি তার জটিল জ্যামিতিক নকশা এবং স্থানীয় অভিজাত ও মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের চাহিদার কারণে সীমিত পরিসরে টিকে থাকে (Yasmin & Agrawal, 2023; ইকবাল, ২০১৭)।

৫.৫ স্বাধীন বাংলাদেশে পুনরুত্থান ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ:

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) তাঁতিদের প্রশিক্ষণ, ঋণ ও কাঁচামাল সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করে; পরবর্তীকালে রূপগঞ্জের নোয়াপাড়ায় বিসিক জামদানি শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা এ শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বাসনে ভূমিকা রাখে (BSCIC, 2022; মাসুম, ২০২৪; হক, ২০২০)। ১৯৮০-এর দশকে আড়ং, কুমুদিনী, অঞ্জন'স প্রভৃতি ফ্যাশন প্রতিষ্ঠান জামদানিকে শহুরে মধ্যবিত্তের কাছে নতুনভাবে পরিচিত করে তোলে (রহমান, ২০২৪; সান্যাল, ২০২৫)। ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগ থেকে জামদানি তার প্রথাগত সীমা (শাড়ি) অতিক্রম করে পাঞ্জাবি, কুর্তা, থ্রি-পিস, গাউন, স্কার্ফ, ওয়ান-পিস, এমনকি হোম টেক্সটাইলের জগতেও প্রবেশ করে (Saha, 2025; Sarker, 2016)।

৫.৬ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি: ইউনেস্কো (২০১৩) ও ভৌগোলিক নির্দেশক (২০১৬):

২০১৩ সালে ইউনেস্কো জামদানি বয়নশৈলীকে 'মানবতার অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় (UNESCO, 2013; মাসুদ, ২০২২; হোসেন, ২০২৩)। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩-এর আওতায় ২০১৬ সালে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর জামদানিকে বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে সনদ প্রদান করে (Zahur, 2018; ইসলাম, ২০২৪; সুলতানা, ২০২৪)। বিসিকের তথ্য অনুযায়ী, ভৌগোলিক নির্দেশক স্বীকৃতির পর জামদানির মূল্য ২০-৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন বাজারে রপ্তানি প্রায় ১১ শতাংশ বেড়েছে (BSCIC, 2022; খান, ২০২৪; মাসুম, ২০২৪)। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের অক্টোবরে ওয়ার্ল্ড ক্রাফটস কাউন্সিল জামদানি বয়নের জন্য সোনারগাঁওকে 'বিশ্ব কারুশিল্প নগরী' (World Craft City) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়; বাংলাদেশের কোনো স্থানের জন্য এটিই প্রথম এ ধরনের স্বীকৃতি (FE Online Desk, 2019; মাসুদ, ২০২২)।

৬. জামদানির নকশা-বিজ্ঞান ও নান্দনিকতা:

জামদানির নকশা গণিত, প্রকৃতি ও স্মৃতির এক অনন্য সমন্বয় (Yasmin & Agrawal, 2023; মজুমদার, ২০১০)। কাগজে আঁকা নকশা ছাড়াই তাঁতিরা স্মৃতি থেকে টানা ও পোড়েনের সুতা গুনে গুনে জ্যামিতিক প্রতিসাম্য তৈরি করেন (মজুমদার, ২০১০; সাইদুর, ১৯৯৩)।

৬.১ প্রধান মোটিফসমূহের শ্রেণিবিভাগ:

মোটিফের নাম	জ্যামিতিক রূপ	ঐতিহাসিক উৎস	বর্তমান স্থায়িত্ব
বুটি *(Buti)*	ক্ষুদ্র বিন্দু বা ফুল	মুঘল দরবার	▲ উচ্চ
ময়ূরপাখা *(Mayurpakha)*	ময়ূরের পাখার আকৃতি	মুঘল প্রভাব	▲ উচ্চ
শাপলাফুল *(Shaplaphul)*	পদ্ম/শাপলা ফুল	স্থানীয় প্রকৃতি	▲ উচ্চ
ঝালর *(Jhalar)*	ঢেউখেলানো পাড়	পারস্যের প্রভাব	■ মাঝারি
কল্কা *(Kalka)*	বাঁকা কলমি বা পেঁয়াজ-ফুল	পারস্যের 'বুতা'	■ মাঝারি
দুবলাজাল *(Dublajal)*	জালের মতো নকশা	লোকজ ঐতিহ্য	■ মাঝারি
আঙুরলতা *(Anguriata)*	আঙুর লতার নকশা	পারস্য-মুঘল	■ মাঝারি
বেলপাতা *(Belpata)*	বেল পাতার আকৃতি	স্থানীয় প্রকৃতি	■ মাঝারি
চন্দ্রপাড় *(Chandrapar)*	চাঁদের আকৃতির পাড়	মুঘল প্রভাব	■ মাঝারি
হাঁসপালাজাল *(Hanspalajal)*	হাঁসের পালকের জাল	লোকজ ঐতিহ্য	▼ বিরল/বিলুপ্তপ্রায়
তেরছা *(Tercha)*	বাঁকা বা কোনাকুনি রেখা	লোকজ ঐতিহ্য	▼ বিরল/বিলুপ্তপ্রায়
পান্না হাজারী *(Panna Hazari)*	অসংখ্য ক্ষুদ্র ফুলের গুচ্ছ	রাজকীয় নকশা	✖ চরম সংকটে

স্থায়িত্বের বণ্টন (নির্বাচিত ১২টি মোটিফ)

উচ্চ: ৩টি মাঝারি: ৬টি বিরল/বিলুপ্তপ্রায়: ২টি চরম সংকটে: ১টি

চিত্র ৪: জামদানির প্রধান মোটিফ ও তাদের বর্তমান স্থায়িত্ব

চিত্র ৪-এ জামদানির কয়েকটি প্রধান নকশা-মোটিফের জ্যামিতিক রূপ, ঐতিহাসিক উৎস ও বর্তমান স্থায়িত্বের শ্রেণিবিভাগ তুলে ধরা হলো।

সূত্র: Chowdhury (2022), Glassie ও Mahmud (2007), Yasmin ও Agrawal (2023), খান (২০১৯), মজুমদার (২০১০) ও সাইদুর (১৯৯৩)-এর ভিত্তিতে সংকলিত।

বাংলাদেশের তাঁতিরা প্রায় ১৬০টি মোটিফ ব্যবহার করেন বলে জানা যায় (Saha, 2025; ইকবাল, ২০১৭)। উল্লেখযোগ্য মোটিফের মধ্যে রয়েছে গোলাপ বুটি, চামেলি বুটি, গুলদাউদি বুটি ও পান্না হাজারী (Habib, 2017; হোসাইন, ২০২৪)। চিত্র ৪-এর স্থায়িত্ব-বণ্টন থেকে স্পষ্ট যে নির্বাচিত ১২টি মোটিফের মাত্র ৩টি উচ্চ স্থায়িত্বসম্পন্ন; বুটি, ময়ূরপাখা ও শাপলাফুলের মতো জনপ্রিয় মোটিফ টিকে থাকলেও তেরছা ও পান্না হাজারীর মতো শ্রমঘন ও জটিল মোটিফ বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে।

৬.২ স্মৃতি-নির্ভর বুনন: প্রজন্মান্তরের দক্ষতা

জামদানি সম্পূর্ণ স্মৃতি-নির্ভর পদ্ধতিতে বোনা হয় (Banerjee, 2015; Yasmin & Agrawal, 2023; হোসাইন, ২০২৪)। ওস্তাদ কারিগর মুখে 'বোল' নামক ছন্দোবদ্ধ ধ্বনি-সংকেত আউড়ে শাগরেদকে নির্দেশনা দেন (Glassie & Mahmud, 2007; Piya, 2018; ইমন জুবায়ের, ২০০৯)। গ্লাসি (Glassie, 1997) এই প্রক্রিয়াকে এক প্রকার ছন্দায়িত গণিত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই অলিখিত, দেহগত ও প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত জ্ঞানই ইউনেস্কোর বিবেচনায় জামদানির 'অধরা' ঐতিহ্যগত মূল্যের মূল ভিত্তি (UNESCO, 2013; Mostafiz, 2026; মাসুদ, ২০২২; হোসেন, ২০২৩)।

৬.৩ আধুনিক ডিজাইন উদ্ভাবন:

সমসাময়িক ডিজাইনাররা ঐতিহ্যবাহী মোটিফকে আধুনিক ফ্যাশনের সঙ্গে সংযুক্ত করছেন (Sarker, 2016; Yasmin & Agrawal, 2023; সান্যাল, ২০২৫)। ইয়াসমিন ও অগ্রওয়াল (Yasmin & Agrawal, 2023)

পূর্ব ভারতের মন্দির-স্থাপত্যের জ্যামিতিক নকশা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে নতুন মোটিফ উন্নয়নের প্রস্তাব করেছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইলিশ মাছ, জলতরঙ্গ ও শাপলা পাতার মতো স্থানীয় প্রকৃতিনির্ভর মোটিফ ব্যবহারের প্রবণতাও লক্ষ করা যায় (Saha, 2025; Sarker, 2016; হোসাইন, ২০২৪)।

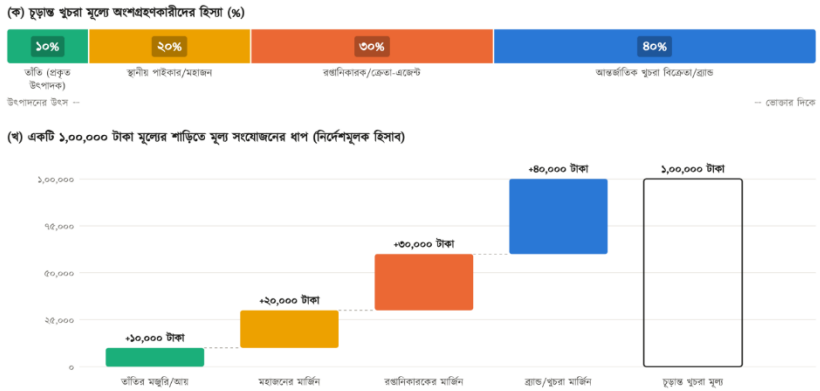
৭. অর্থনৈতিক প্রভাব ও বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খল বিশ্লেষণ:

৭.১ সামষ্টিক অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও বাজার কাঠামো:

বিসিকের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৩৫,০০০-৪০,০০০ প্রত্যক্ষ তাঁতি এবং প্রায় ৩,০০,০০০ পরোক্ষ শ্রমিক জামদানি খাতের ওপর নির্ভরশীল (BSCIC, 2022)। এ খাতের বার্ষিক বাজারমূল্য প্রায় ১,৮০০ কোটি টাকা, যার প্রায় ৩০ শতাংশ রপ্তানি হয় (খান, ২০২৪; মাসুম, ২০২৪)। তবে বিভিন্ন উৎসে তাঁতির সংখ্যার হিসাবে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়; কোনো কোনো সমীক্ষায় সক্রিয় তাঁতির সংখ্যা এর চেয়ে অনেক কম বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এ খাতে নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য সরকারি পরিসংখ্যানের ঘাটতি নির্দেশ করে (Ahmed, 2020; Zahur, 2018; হোসেন, ২০২৩)। সাপ্তাহিক উৎপাদন প্রায় ২,০০০ পিস এবং সাধারণ মানের একটি শাড়ির মূল্য ৫,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা; বিশেষ মানের শাড়ির মূল্য ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে (EPB, 2025; খান, ২০১৯; সুলতানা, ২০২৪)।

৭.২ বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে মুনাফা বণ্টনের অসমতা:

গেরেফির (Gereffi, 1994) ক্রেতা-চালিত শৃঙ্খলের ধারণা অনুসারে, শৃঙ্খলের যে প্রান্ত নকশা, ব্র্যান্ড ও বাজারে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে, মুনাফার বৃহত্তর অংশ সেখানেই কেন্দ্রীভূত হয়। চিত্র ৫-এ জামদানির মূল্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে চূড়ান্ত মূল্যের বণ্টন দেখানো হলো।



চিত্র ৫: জামদানির বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে মুনাফা বণ্টনের অসমতা: (ক) চূড়ান্ত মূল্যে শতকরা হিস্যা; (খ) মূল্য সংযোজনের ধাপ

সূত্র: Rahman ও Islam (2023) এবং Ali (2025)-এর তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক প্রণীত; (খ) অংশটি শতকরা হিস্যার ভিত্তিতে নির্দেশমূলক হিসাব।

চিত্র ৫(ক) দেখায়, তাঁতি চূড়ান্ত মূল্যের মাত্র প্রায় ১০ শতাংশ পান, স্থানীয় পাইকার ও মহাজন পান প্রায় ২০ শতাংশ, রপ্তানিকারক ও ক্রেতা-এজেন্ট প্রায় ৩০ শতাংশ, আর আন্তর্জাতিক খুচরা বিক্রেতা ও ব্র্যান্ড হাউজের হাতে যায় প্রায় ৪০ শতাংশ (Islam et al., 2025; Rahman & Islam, 2023; খোকন, ২০২৪; রহমান, ২০২৪)। চিত্র ৫(খ)-এর নির্দেশমূলক হিসাব অনুযায়ী, এক লাখ টাকায় বিক্রীত একটি শাড়িতে তাঁতির হাতে

পৌঁছায় মাত্র প্রায় দশ হাজার টাকা, অথচ শৃঙ্খলের শেষ ধাপেই যুক্ত হয় চল্লিশ হাজার টাকা। আলী (Ali, 2025) দেখিয়েছেন, একজন তাঁতি দৈনিক ১০-১২ ঘণ্টা কাজ করেও মাসে মাত্র ৮,০০০-১৫,০০০ টাকা আয় করেন। এই বণ্টন-কাঠামো স্পষ্ট করে যে জিআই ও ইউনেস্কো স্বীকৃতির ফলে সৃষ্ট বাড়তি মূল্য (premium) মূলত শৃঙ্খলের নিম্নপ্রবাহের (downstream) অংশগ্রহণকারীরাই আত্মস্থ করছেন।

৭.৩ নারী শ্রম ও ক্ষমতায়ন:

প্রাক-বুনন প্রক্রিয়ার (সুতা কাটা, মাড় দেওয়া, রং করা, নলি ভরা) সিংহভাগ, আনুমানিক ৮০ শতাংশ, গ্রামীণ নারীরা সম্পাদন করেন (Glassie, 1997; Kabir et al., 2025)। ই-কমার্সের প্রসারে নারী উদ্যোক্তারা সরাসরি তাঁতিদের কাছ থেকে জামদানি সংগ্রহ করে দেশ-বিদেশে বিক্রি করছেন, যা নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে (খান, ২০১৯; রহমান, ২০২৪)। তবে নারী শ্রমিকেরা এখনো গৃহস্থালি ও উৎপাদনের দ্বৈত বোঝা বহন করেন এবং তাঁদের অবদান প্রায়ই স্বীকৃতি পায় না (Islam et al., 2025; শাওন, ২০২২; সান্যাল, ২০২৫)।

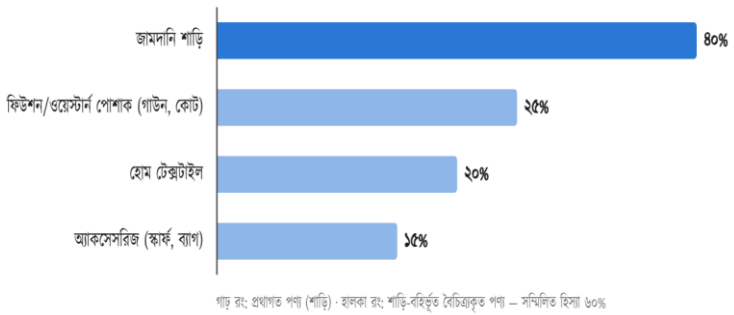
৮. বিশ্ব দরবারে জামদানি: সাংস্কৃতিক কূটনীতি ও জাতীয় ব্র্যান্ডিং

৮.১ 'জামদানি ডিপ্লোমেসি' ও সফট পাওয়ার:

জামদানি বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক হাতিয়ার (Anholt, 2007)। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তর্জাতিক ফোরামে জামদানি পরিধান এবং রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশি নেতৃবৃন্দকে জামদানি উপহার প্রদান গণমাধ্যমে 'জামদানি ডিপ্লোমেসি' বা 'শাড়ি-কূটনীতি' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে (খান, ২০২৪; মুখোপাধ্যায়, ২০২৫)। নাইয়ের (Nye, 2004) তত্ত্বের আলোকে এটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে আকর্ষণ সৃষ্টির এক প্রতীকী রাজনৈতিক অনুশীলন (Ahmed, 2020; ইকবাল, ২০১৭; হোসাইন, ২০২৪)।

৮.২ বৈশ্বিক ফ্যাশন প্ল্যাটফর্মে জামদানি:

জামদানি এখন নিউইয়র্ক, প্যারিস, মিলান ও লন্ডনের বিভিন্ন ফ্যাশন আয়োজন ও লাক্সারি প্ল্যাটফর্মে প্রদর্শিত হচ্ছে (EPB, 2025; মাসুম, ২০২৪)। বিশ্বখ্যাত ডিজাইনারদের অনেকে জামদানির মোটিফকে 'মিনিমালিস্ট লাক্সারি' হিসেবে অভিহিত করছেন (Yasmin & Agrawal, 2023; অনন্যা ডেস্ক, ২০২৪; সান্যাল, ২০২৫)। প্যারিসের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বাংলাদেশি প্যাভিলিয়নে (২০১০-২০২০) প্রদর্শিত জামদানি পণ্যের বৈচিত্র্য চিত্র ৬-এ দেখানো হলো।



চিত্র ৬: প্যারিসের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বাংলাদেশি প্যাভিলিয়নে প্রদর্শিত পণ্যের বৈচিত্র্য
সূত্র: EPB (2025), খান (২০২৪), রহমান (২০২৪) ও সান্যাল (২০২৫)-এর ভিত্তিতে সংকলিত।

চিত্র ৬ থেকে দেখা যায়, প্রদর্শিত পণ্যের ৪০ শতাংশ জামদানি শাড়ি হলেও বাকি ৬০ শতাংশই ফিউশন পোশাক, হোম টেক্সটাইল ও অ্যাকসেসরিজ, যা পণ্য-বৈচিত্র্যকরণের স্পষ্ট প্রবণতা নির্দেশ করে। বর্তমানে জামদানি শাড়ি ছাড়াও পাঞ্জাবি, কুর্তা, থ্রি-পিস, গাউন, স্কার্ফ, হ্যান্ডব্যাগ, পর্দা, কুশন কভার, টেবিল রানার ও গয়নার বাক্সে ব্যবহৃত হচ্ছে (Piya, 2018; খান, ২০১৯; সান্যাল, ২০২৫)।

৯. বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও সংকট:

এত সাফল্য ও সম্ভাবনা সত্ত্বেও জামদানি শিল্প কয়েকটি গভীর কাঠামোগত সংকটের মুখোমুখি, যা এর টেকসই ভবিষ্যতের জন্য বড় হুমকি (Ahmed, 2020; Ali, 2025; ব্যানার্জি শুভ, ২০২৫)। প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নরূপ:

৯.১ নকল পণ্যের আগ্রাসন ও ফিলামেন্ট সুতার ব্যবহার: পাওয়ারলুমে তৈরি ফিলামেন্ট সুতার সস্তা 'সেমি-জামদানি' বাজারে আসল জামদানি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। ফিলামেন্ট সুতার ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে ঐতিহ্যবাহী শতভাগ সুতি জামদানি বাজার হারাচ্ছে (Chowdhury et al., 2023; Pande, 2022; আক্তার, ২০২৪)। সাধারণ ক্রেতা আসল ও নকলের পার্থক্য ধরতে না পারায় প্রকৃত তাঁতিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন (Zahur, 2018; খান, ২০২৪; সুলতানা, ২০২৪)।

৯.২ কারিগরদের মজুরি বৈষম্য: বিশ্ববাজারে শাড়ির দাম লাখ টাকা হলেও প্রকৃত তাঁতি সপ্তাহে মাত্র ২,০০০-৩,০০০ টাকা মজুরি পান। ঐতিহাসিক 'দাদন' প্রথার আধুনিক রূপের মাধ্যমে তাঁতিরা আজও মহাজনের কাছে ঋণগ্রস্ত (Islam et al., 2025; খোকন, ২০২৪; শাওন, ২০২২)।

৯.৩ মানব পুঁজির অবক্ষয়: একজন দক্ষ কারিগর হয়ে উঠতে ৫-৭ বছর সময় লাগে, কিন্তু নিম্ন মজুরি ও সামাজিক মর্যাদার অভাবে নতুন প্রজন্ম এ পেশায় আসতে আগ্রহী নয়। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামী দুই দশকের মধ্যে শিল্পটি দক্ষ কারিগর-সংকটে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে (Ahmed, 2020; Habib, 2017; Saha, 2025; রহমান, ২০২৪)।

৯.৪ কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি ও সরবরাহ সংকট: উচ্চ কাউন্টের সুতা ও জরি মূলত আমদানিনির্ভর। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যের তীব্র ওঠানামা ক্ষুদ্র তাঁতিদের উৎপাদন পরিকল্পনাকে অনিশ্চিত করে তোলে (Liton et al., 2016; Pande & Arif, 2025; সান্যাল, ২০২৫; হোসেন, ২০২৩)।

৯.৫ ডিজিটাল বিপণনের সীমাবদ্ধতা: অধিকাংশ তাঁতি ই-কমার্স ও ডিজিটাল ব্র্যান্ডিংয়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিত; ফলে তাঁদের পক্ষে সরাসরি বৈশ্বিক ক্রেতার কাছে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব (Ahmed, 2020; খান, ২০১৯; রহমান, ২০২৪)।

৯.৬ নারী শ্রমিকদের দ্বৈত বোঝা: নারী শ্রমিকেরা উৎপাদন ও গৃহস্থালির দায়িত্ব একসঙ্গে পালন করলেও তাঁদের অবদান যথাযথ স্বীকৃতি পায় না। প্রাক-বুনন কাজের প্রায় ৮০ শতাংশ নারীরা সম্পাদন করলেও মোট আয়ের মাত্র প্রায় ১০ শতাংশ তাঁদের হাতে থাকে (Kabir et al., 2025; হক, ২০২০)।

৯.৭ নিষিদ্ধ রঙের ব্যবহার: বাজারে প্রচলিত জামদানিতে নিষিদ্ধ অ্যামাইনযুক্ত রং ব্যবহার করা হচ্ছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। চৌধুরী ও খান (Chowdhury & Khan, 2024a) বাজারের জামদানিতে 2,4-diaminoanisole ও 2,4-diaminotoluene-এর মতো নিষিদ্ধ অ্যামাইনের উপস্থিতি শনাক্ত করেছেন (Chowdhury & Khan, 2024b; আক্তার, ২০২৪)।

৯.৮ পরিবেশগত অবক্ষয়: শীতলক্ষ্যা নদীর পানি এখন কলকারখানা ও বসতির বর্জ্যে মারাত্মকভাবে দূষিত (Piya, 2018; ইকবাল, ২০১৭; মামুন, ২০১৯)। ঐতিহ্যবাহী 'ফুটি' কার্পাস তুলা এখন আর বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হয় না (Ahmed, 2020; ব্যানার্জি শুভ, ২০২৫; সান্যাল, ২০২৫)। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে

বৃষ্টিপাত ও খরার অনিয়মিততা জামদানি বুননের জন্য প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা ও তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করছে, যা উৎপাদনের মানকে ঝুঁকিতে ফেলছে (রহমান, ২০২৩; হক, ২০২০)।

১০. আলোচনা: তাত্ত্বিক সংশ্লেষণ ও প্রধান অনুসন্ধান

গবেষণার প্রথম প্রশ্নের আলোকে দেখা যায়, জামদানির ইতিহাস কাঠামোগত রূপান্তরের ইতিহাস। মুঘল পর্বে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও অভিজাত চাহিদা উৎপাদনকে মানের দিক থেকে চরম উৎকর্ষে পৌঁছে দেয়; কোম্পানি-বাণিজ্যের পর্বে একই উৎপাদন বৈশ্বিক পণ্যশৃঙ্খলে যুক্ত হয়; আর ঔপনিবেশিক পর্বে দাদন প্রথা ও অসম বাণিজ্যনীতি উৎপাদকের স্বাধীনতা হরণ করে শিল্পটিকে প্রায় ধ্বংস করে দেয় (Bagchi, 1976; Chaudhuri, 1978; করিম, ২০১১)। ওয়ালারস্টাইনের (Wallerstein, 1974) কাঠামোয় এটি বিশ্ব-অর্থনীতিতে বাংলার উচ্চমূল্যের শিল্পপণ্য রপ্তানিকারী অবস্থান থেকে কাঁচামাল সরবরাহকারী প্রান্তিক অবস্থানে অবনমনের প্রতিফলন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বোর্দিওর (Bourdieu, 1986) তত্ত্ব বিশেষ প্রাসঙ্গিক। কারিগরের দেহগত দক্ষতা ও 'বোল'-নির্ভর জ্ঞান দীর্ঘকাল ধরে বাজারে অদৃশ্য ছিল; ইউনেস্কো (২০১৩) ও জিআই (২০১৬) স্বীকৃতি এই শরীরী পুঁজিকে প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজিতে রূপান্তরিত করে বাজারে মূল্য-প্রিমিয়াম সৃষ্টি করেছে (UNESCO, 2013; Zahur, 2018; ইসলাম, ২০২৪)। কিন্তু তৃতীয় প্রশ্নের অনুসন্ধান দেখায়, এই প্রিমিয়ামের সুফল সমানভাবে বণ্টিত হয়নি। গেরেফির (Gereffi, 1994) ক্রেতা-চালিত শৃঙ্খলের যুক্তি অনুসারে, নকশা, ব্র্যান্ড ও বাজার-প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণকারী অংশগ্রহণকারীরাই মুনাফার প্রায় ৭০ শতাংশ আত্মস্থ করছেন, অথচ জ্ঞান ও শ্রমের প্রকৃত ধারক তাঁতি পাচ্ছেন প্রায় ১০ শতাংশ (Ali, 2025; Rahman & Islam, 2023)। অর্থাৎ, সাংস্কৃতিক পুঁজির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটলেও তার অর্থনৈতিক মালিকানা উৎপাদকের হাতে ফেরেনি; ঔপনিবেশিক দাদন প্রথার উত্তরাধিকার আজও মহাজনি ঋণ ও মধ্যস্বত্বভোগী নির্ভরতার রূপে টিকে আছে। একই সঙ্গে নাই (Nye, 2004) ও আনহোল্টের (Anholt, 2007) দৃষ্টিকোণ থেকে জামদানি রাষ্ট্রের জন্য মূল্যবান সফট পাওয়ার সম্পদ, যা জাতীয় ব্র্যান্ড গঠনে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে একটি নৈতিক বৈপরীত্য স্পষ্ট: যে শিল্প রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি নির্মাণ করছে, তার প্রকৃত স্রষ্টারা অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক রয়ে গেছেন। এ বৈপরীত্য নিরসনে স্বীকৃতিকে কেবল প্রতীকী মর্যাদায় সীমাবদ্ধ না রেখে উৎপাদকের আয়, বাজার-প্রবেশাধিকার ও আইনি সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন, যা পরবর্তী অংশে উপস্থাপিত সুপারিশমালার ভিত্তি।

১১. কৌশলগত সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ রোডম্যাপ:

জামদানির বহুমুখী সংকট থেকে উত্তরণের জন্য একটি সুসংহত, কৌশলগত ও বাস্তবমুখী নীতি প্রণয়ন অপরিহার্য (Mostafiz, 2026; মাসুম, ২০২৪)। গবেষণার চতুর্থ প্রশ্নের আলোকে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি, এই তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করা হলো।

১১.১ স্বল্পমেয়াদি (১-২ বছর):

স্বল্পমেয়াদে প্রথম অগ্রাধিকার হলো প্রতিটি আসল জামদানিতে ব্লকচেইন-ভিত্তিক স্বতন্ত্র কিউআর কোড চালু করা, যাতে পণ্যের সত্যতা, উৎপাদকের নাম ও উৎপাদন-ইতিহাস ভোক্তা নিজেই যাচাই করতে পারেন (Yasmin & Agrawal, 2023; ইসলাম, ২০২৪; খান, ২০২৪; সুলতানা, ২০২৪)। একই সঙ্গে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে নকল জামদানি উৎপাদন ও বিপণনকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের নিয়মিত অভিযান পরিচালনা প্রয়োজন (Zahur, 2018; বিডি

সংবাদ, ২০১৭)। পাশাপাশি নিষিদ্ধ রঙের ব্যবহার বন্ধে তাঁতি ও রং-সরবরাহকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং টেকসই উদ্ভিজ্জ রঙে উৎপাদিত পণ্যের জন্য প্রণোদনা চালু করা জরুরি (Chowdhury & Khan, 2024a, 2024b; আক্তার, ২০২৪)।

১১.২ মধ্যমেয়াদি (৩-৫ বছর):

মধ্যমেয়াদে জাতীয় কারিগর একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে জামদানি বুননকে স্বীকৃত ডিপ্লোমা কোর্সে রূপ দেওয়া ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান এবং 'তাঁতি ব্যাংক'-এর মাধ্যমে জামানতবিহীন স্বল্পসুদে ঋণ নিশ্চিত করা যেতে পারে, যা মহাজনি নির্ভরতা কমাবে (Ahmed, 2020; Habib, 2017; খোকন, ২০২৪; শাওন, ২০২২; হোসেন, ২০২৩)। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে উৎপাদক-মালিকানাধীন 'স্মার্ট জামদানি হাব' নামে একটি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হলে তাঁতিরা সরাসরি ভোক্তার কাছে পণ্য বিক্রি করতে পারবেন (খান, ২০১৯; মাসুম, ২০২৪; রহমান, ২০২৪)। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রিপস চুক্তির আওতায় অন্যান্য দেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সঙ্গে পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি সম্পাদন করা প্রয়োজন (Mostafiz, 2026; Zahur, 2018; সুলতানা, ২০২৪)। একই সঙ্গে নারী কারিগরদের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণ ও ঋণ, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে (Islam et al., 2025; Kabir et al., 2025; সান্যাল, ২০২৫)।

১১.৩ দীর্ঘমেয়াদি (৫ বছর বা তদূর্ধ্ব):

দীর্ঘমেয়াদে সোনারগাঁও, রূপগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জের জামদানি পল্লিকে কেন্দ্র করে টেকসই হেরিটেজ ও ক্রাফট ট্যুরিজম সার্কিট গড়ে তোলা যেতে পারে, যা 'বিশ্ব কারুশিল্প নগরী' স্বীকৃতিকে অর্থনৈতিকভাবে কাজে লাগাবে (FE Online Desk, 2019; Habib, 2017; ইকবাল, ২০১৭; মাসুদ, ২০২২)। বিলুপ্তপ্রায় নকশা সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে একটি ডিজিটাল ডিজাইন ব্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন (Ahmed, 2020; অনন্যা ডেস্ক, ২০২৪; মজুমদার, ২০১০)। কাঁচামালের দেশীয় ভিত্তি পুনর্গঠনে শীতলক্ষ্যা ও মেঘনা তীরবর্তী অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী 'ফুটি' কার্পাস তুলা চাষ পুনরুজ্জীবনের গবেষণা ও উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে (ইকবাল, ২০১৭; মামুন, ২০১৯)। সর্বোপরি, স্কুল ও কলেজের পাঠ্যপুস্তকে জামদানির ইতিহাস ও ঐতিহ্য অন্তর্ভুক্ত করা হলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে এ শিল্পের প্রতি সচেতনতা ও মর্যাদাবোধ গড়ে উঠবে (Piya, 2018; খান, ২০১৯)।

১২. উপসংহার:

প্রাচীন ঢাকার শীতলক্ষ্যা তীরে স্মৃতি ও নৈপুণ্যে বোনা জামদানি আজ বিশ্ব ফ্যাশনের মঞ্চে এক অনন্য বিস্ময়। বোর্দিও, ওয়ালারস্টাইন ও গেরেফির তত্ত্বের আলোকে এ গবেষণা দেখিয়েছে যে জামদানির ইতিহাস একইসঙ্গে সাংস্কৃতিক পুঁজির সৃজনশীল বিকাশ এবং বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলের শোষণের ইতিহাস। মুঘল আমলের অর্থনৈতিক গৌরব ঔপনিবেশিক শাসনে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল; স্বাধীন বাংলাদেশে ইউনেস্কো ও জিআই স্বীকৃতি এ শিল্পকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিলেও মূল্য শৃঙ্খলের অসম বণ্টন কারিগরকে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রেখেছে। নকল পণ্য, নিষিদ্ধ রং, পরিবেশগত অবক্ষয় ও দক্ষ কারিগরের ঘাটতি এর টেকসই ভবিষ্যৎকে আরও অনিশ্চিত করেছে। জামদানি তাই কেবল অতীতের স্মৃতি নয়, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিও। এ শক্তিকে কাজে লাগাতে প্রয়োজন এমন ন্যায়ভিত্তিক, উৎপাদক-বান্ধব ও প্রযুক্তিনির্ভর নীতি, যাতে স্বীকৃতির সুফল সরাসরি তাঁতির হাতে পৌঁছায়। ভবিষ্যৎ গবেষণায় মাঠজরিপের মাধ্যমে মূল্য শৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরের প্রকৃত মুনাফা এবং জিআই-পূর্ব ও জিআই-উত্তর আয়ের তুলনা করা

যেতে পারে। তাঁতির নিপুণ আঙুল ও আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনই পারে এই বিশ্ব ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে।

তথ্যসূত্র:

১. অনন্যা ডেস্ক। (২০২৪, ৪ মে)। ইতিহাসে জামদানি শাড়ি। *অনন্যা*। https://anannya.com.bd/article/29447

২. আকন্দ, শা. (২০১৮)। *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প*। দেশাল।

৩. আক্তার, আ. (২০২৪, ২৭ আগস্ট)। প্রিয় জামদানি। *সমকাল*। https://samakal.com/shoili/article/253069

৪. আহমেদ, র. (২০২০, ২২ জুলাই)। বঙ্গের সংস্কৃতি: জামদানি শাড়ির ইতিকথা। *Stay Curious Sis*। https://bangla.staycurioussis.com/বঙ্গের-সংস্কৃতি-জামদানি/

৫. ইকবাল, ই. (২০১৭, ৮ জুন)। জামদানির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক নির্দেশনা। *প্রতিচিন্তা*। https://www.protichinta.com/জামদানির-ইতিহাস-ঐতিহ্য-ও-ভৌগোলিক-নির্দেশনা

৬. ইমন জুবায়ের। (২০০৯, ২৮ সেপ্টেম্বর)। জামদানি শাড়ি: সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত [ব্লগ পোস্ট]। *সামহোয়্যার ইন ব্লগ*। https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/benqt60/29016878

৭. ইসলাম, শ. (২০২৪, ১৩ ফেব্রুয়ারি)। পণ্যের জিআই সনদ পাওয়ার অর্থনৈতিক সুবিধা। *বাংলা ট্রিবিউন*। https://www.banglatribune.com/national/836192

৮. করিম, আ. (২০১১)। *ঢাকাই মসলিন*। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

৯. খান, ম. (২০১৯)। *জামদানি: বাংলাদেশের বিশ্বনন্দিত ঐতিহ্য*। অনন্যা।

১০. খান, ম. (২০২৪)। *জামদানি*। ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স।

১১. খোকন, রে. ক. (২০২৪)। *বাংলার ঐতিহ্য বাঙালির গৌরব*। ধ্রুবতারা প্রকাশনী।

১২. চৌধুরী, আ. ম. (২০১৭)। *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি* (৩য় সংস্করণ)। মাওলা ব্রাদার্স।

১৩. বড়ুয়া, ব. (২০২২, ৩ জানুয়ারি)। জামদানি: আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য, বুননে অকৃত্রিম প্রেম। *দৈনিক আজাদী*। https://dainikazadi.net/জামদানি-আমাদের-গৌরবময়-ঐতিহ্য/

১৪. বিডি সংবাদ। (২০১৭, ৪ ফেব্রুয়ারি)। *জামদানি আমাদের ঐতিহ্যে, আমাদের অহংকার*। https://bdsangbad.com/জামদানি-আমাদের-ঐতিহ্যে-আ/

১৫. ব্যানার্জি শুভ, শু. (২০২৫, ১৫ সেপ্টেম্বর)। হুমকির সম্মুখীন ঐতিহ্যবাহী জামদানি ও তাঁত শিল্প। *আমাদের বার্তা*। https://www.amaderbarta.net/bn/news/traditional-jamdani-and-weaving-industries-under-threat-342892

১৬. মজুমদার, র. (২০১৭)। *বাংলাদেশের ইতিহাস* (২য় খণ্ড: মধ্যযুগ)। দিব্যপ্রকাশ।

১৭. মজুমদার, স. (সম্পা.)। (২০১০)। *জামদানী নকশা*। খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি।

১৮. মামুন, মু. (২০১৯)। *ঢাকার মসলিন*। সুবর্ণ।

১৯. মাসুদ, মি. (২০২২)। *বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ বাংলাদেশের জামদানি*। ঝালকাঠি পাবলিকেশন্স।

২০. মাসুম, এম. এ. (২০২৪, ১৭ ফেব্রুয়ারি)। জিআই স্বত্বের অর্থনৈতিক গুরুত্ব। *দৈনিক ইত্তেফাক*।

২১. মুখোপাধ্যায়, তি. (২০২৫, ১৮ সেপ্টেম্বর)। ঢাকাই জামদানির ইতিহাস ও ঐতিহ্য: অনন্য সুতোর অমূল্য বয়নে লেখা হয় এযুগের শাড়ি-কূটনীতির বয়ান। *দ্য ওয়াল*। https://www.thewall.in/magazine-feature/jamdani-saree-history-and-heritage/tid/173394

২২. রহমান, শে. সা. (২০২৪, ১২ নভেম্বর)। যেভাবে জামদানি ছড়িয়ে পড়বে দেশে-বিদেশে। *প্রথম আলো*। https://www.prothomalo.com/lifestyle/fashion/3qvk2ug6q3

২৩. রহমান, সা. (২০২৩, ১৯ আগস্ট)। বাংলার শিল্প-আভিজাত্য ও জামদানি। *প্রথম আলো* (নাগরিক সংবাদ)। https://nagorik.prothomalo.com/ayojon/sdnqfe4u7g

২৪. রহিম, এম. এ. (২০০৮)। *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*। বাংলা একাডেমি।

২৫. শাওন, হা. (২০২২, ৬ মার্চ)। জামদানি তাঁতিদের কথা আমরা শুনছি কি? *ঢাকা ট্রিবিউন বাংলা*। https://bangla.dhakatribune.com/opinion/43035

২৬. শাহেদ, হো. আ. (১৯৮৫)। *শাড়ি*। বাংলা একাডেমি।

২৭. সাইদুর, মো. (১৯৯৩)। *জামদানি*। বাংলা একাডেমি।

২৮. সাদিক। (২০১২, ১৫ জুন)। জামদানি শাড়ি: বাংলার মাটির গুণ [অনলাইন ফোরাম পোস্ট]। *ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি ফোরাম*।

২৯. সান্যাল, অ. ব. (২০২৫)। *তাঁতের শাড়ি ও অন্যান্য*। অভিযান পাবলিশার্স।

৩০. সুলতানা, ন. (২০২৪, ১০ ফেব্রুয়ারি)। টাঙ্গাইল শাড়ি থেকে জামদানি: জিআই নিয়ে যত কথা। *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড বাংলা*। https://bangla.tbsnews.net

৩১. হক, ম. ম. (২০২০)। *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ও মুক্তবাজার অর্থনীতি*। বিশ্বসাহিত্য ভবন।

৩২. হোসাইন, ফি. (২০২৪)। *জামদানি: ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বর্তমান বাংলাদেশের গর্ব*। জামদানি ও আমাদের গল্প। https://jamdanioamadergolpo.com/জামদানি-ইতিহাস-ঐতিহ্য-এবং/

৩৩. হোসেন, মো. দে. (২০২৩, ২৭ আগস্ট)। *জামদানি বিশ্ব ঐতিহ্য ও জিআই স্বীকৃত*। জিআই প্রোডাক্টস অব বাংলাদেশ। https://gi.edcbn.com/জামদানি-বিশ্ব-ঐতিহ্য/

৩৪. Abu'l-Fazl. (1927). *The Ain-i-Akbari* (H. Blochmann, Trans.; D. C. Phillott, Ed.; 2nd ed., Vol. 1). Asiatic Society of Bengal. (Original work published ca. 1598)

৩৫. Ahmed, S. (2020). Geographical indicator product of Bangladesh, Jamdani: Possibilities of community development for the weavers of traditional cottage handloom industry. *International Journal of Applied Arts Studies, 5*(2), 61–86.

৩৬. Ali, M. M. (2025). Financial impact and well-being of hand-knitted Jamdani sarees and weaver lifestyles on Bangladesh's textile industry: A field investigation. *Journal of Global Economy, Trade and International Business, 5*(1), 53–82. https://doi.org/10.47509/JGETIB.2025.v05i01.03

৩৭. Allen, B. C. (1912). *Eastern Bengal district gazetteers: Dacca* (Vol. 5). Pioneer Press.

৩৮. Anholt, S. (2007). *Competitive identity: The new brand management for nations, cities and regions*. Palgrave Macmillan.

৩৯. Bagchi, A. K. (1976). De-industrialization in India in the nineteenth century: Some theoretical implications. *The Journal of Development Studies, 12*(2), 135–164.

৪০. Banerjee, A. (2015). *Study of the present situation of the Jamdani industry in Bengal: A case study of Fulia cluster* [Colloquium research paper]. National Institute of Fashion Technology, Chennai.

৪১. Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation. (2022). *Annual report 2021–22*.

৪২. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.

৪৩. Chaudhuri, K. N. (1978). *The trading world of Asia and the English East India Company, 1660–1760*. Cambridge University Press.

৪৪. Chowdhury, M. R. (2022). Design semiotics and geometric motifs of Jamdani weaving. *International Journal of Textile and Fashion Design, 14*(2), 112–128.

৪৫. Chowdhury, M. R., & Khan, A. N. (2024a). A comparative study on sustainable Jamdani saree manufactured with sustainable vegetable dyes and available Jamdani saree manufactured with available dyes. *International Journal of Engineering, Business and Management, 8*(2), 6–12. https://doi.org/10.22161/ijebm.8.2.2

৪৬. Chowdhury, M. R., & Khan, A. N. (2024b). Dyeing of Jamdani saree by sustainable dye. *International Journal of Science and Management Studies, 7*(3), 286–290. https://doi.org/10.51386/25815946/ijsms-v7i3p118

৪৭. Chowdhury, M. R., Khan, A. N., Hossain, R., & Islam, S. (2023). Study on the presence of filament yarn in Jamdani saree in Bangladesh. *Journal of Textile Science and Technology, 9*, 253–257. https://doi.org/10.4236/jtst.2023.94017

৪৮. Chowdhury, P. P., & Khan, S. A. (2022). Perceptions towards Jamdani saree: A study on the young female consumers of Dhaka City. *AIUB Journal of Business and Economics, 19*(1), 97–120. https://ajbe.aiub.edu/index.php/ajbe/article/view/107

৪৯. Das Gupta, A. (2001). *The world of the Indian Ocean merchant, 1500–1800: Collected essays of Ashin Das Gupta*. Oxford University Press.

৫০. Export Promotion Bureau. (2025). *Global market and export data report on traditional textiles and handicrafts*. Government of the People's Republic of Bangladesh.

৫১. FE Online Desk. (2019, October 13). Sonargaon gets recognition as 'World Craft City'. *The Financial Express*. https://thefinancialexpress.com.bd/national/country/sonargaon-gets-recognition-as-world-craft-city-1570980070

৫২. Gereffi, G. (1994). The organization of buyer-driven global commodity chains: How U.S. retailers shape overseas production networks. In G. Gereffi & M. Korzeniewicz (Eds.), *Commodity chains and global capitalism* (pp. 95–122). Praeger.

৫৩. Ghosh, S. K., & Akter, M. S. (2005). Handloom industry on the way of extinction: An empirical study over the pre-dominant factors. *BRAC University Journal, 2*(2), 1–12.

৫৪. Glassie, H. (1997). *Art and life in Bangladesh*. Indiana University Press.

৫৫. Glassie, H., & Mahmud, F. (2007). *Living traditions* (Cultural Survey of Bangladesh Series, Vol. 11). Asiatic Society of Bangladesh.

৫৬. Habib, A. M. R. (2017). *Jamdani kotha: Weaving the heritage* [Seminar paper, BRAC University]. BRAC University Institutional Repository. http://dspace.bracu.ac.bd/xmlui/handle/10361/10244

৫৭. Habib, I. (1999). *The agrarian system of Mughal India, 1556–1707* (2nd rev. ed.). Oxford University Press.

৫৮. Islam, S. T., Tahsin, M. T. R., & Sultana, N. (2025). Lives and livelihood patterns of Jamdani artisans in Dhaka Division. *Journal of Textile and Handloom Studies, 12*(1), 1–15.

৫৯. Kabir, I., Dey, S. R., Hossen, J., & Islam, F. (2025). Opportunities and challenges of women entrepreneurship in Bangladesh: A study on the handloom industry. *Journal of Education, Management and Development Studies, 5*(2), 17–32.

https://doi.org/10.52631/jemds.v5i2.364

৬০. Karim, A. (n.d.). Muslin. In *Banglapedia: National encyclopedia of Bangladesh*. Asiatic Society of Bangladesh. Retrieved October 14, 2026, from https://en.banglapedia.org/index.php/Muslin

৬১. Karim, A. (2020). *Dacca: The Mughal capital*. Jatiya Sahitya Prakash. (Original work published 1964)

৬২. Liton, M. R. I., Islam, T., & Saha, S. (2016). Present scenario and future challenges in handloom industry in Bangladesh. *Social Sciences, 5*(5), 70–76. https://doi.org/10.11648/j.ss.20160505.12

৬৩. Mostafiz, A. (2026). Weaving futures: A qualitative review of Jamdani at the nexus of tradition, innovation, sustainability, and education. *International Journal of Education, Culture and Society, 11*(2), 58–61. https://doi.org/10.11648/j.ijecs.20261102.14

৬৪. Nye, J. S., Jr. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.

৬৫. Pande, S. (2022). Problems and prospects of handloom industries: A regional study. *International Journal of Management, Accounting and Economics, 9*(11), 734–748. https://doi.org/10.5281/zenodo.7433077

৬৬. Pande, S., & Arif, K. M. (2025). Technical efficiency of handloom industry in Bangladesh: A study. *Industrial Engineering Letters, 15*(1), 48–58. https://doi.org/10.7176/IEL/15-1-04

৬৭. Piya, N. T. (2018). The glory of Bangladeshi saree and its various aspects. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 5*(12), 172–188.

৬৮. Rahman, T., & Islam, N. (2023). Exploitation in the global supply chain: A case study of margins and middlemen in Jamdani craftsmanship. *South Asian Economic Journal, 24*(1), 45–67.

৬৯. Raychaudhuri, T., & Habib, I. (Eds.). (1982). *The Cambridge economic history of India: Vol. 1. c.1200–c.1750*. Cambridge University Press.

৭০. Saha, C. S. (Ed.). (2025). *Traditional Jamdani*. Nymphea Publication.

৭১. Sarker, S. (2016, March). *Jamdani design for the future* [Paper presentation]. IFFTI 2016 Annual Conference, Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing, China.

৭২. Taylor, J. (1851). *A descriptive and historical account of the cotton manufacture of Dacca, in Bengal*. John Mortimer.

৭৩. UNESCO. (2013). *Decision of the Intergovernmental Committee: 8.COM 8.4* [Inscription of the traditional art of Jamdani weaving on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity]. https://ich.unesco.org/en/decisions/8.COM/8.4

৭৪. Wallerstein, I. (1974). *The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century*. Academic Press.

৭৫. Watson, J. F. (1866). *The textile manufactures and the costumes of the people of India*. India Office.

৭৬. Wise, J. (1883). *Notes on the races, castes and trades of Eastern Bengal*. Harrison and Sons.

৭৭. Yasmin, Z., & Agrawal, N. (2023). Design intervention in Jamdani motif development. *International Journal for Multidisciplinary Research, 5*(4), 1–18. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i04.4778

৭৮. Zahur, M. (2018). Challenges for 'Jamdani Saree' and 'Bangladesh Ilish', the two registered geographical indications from Bangladesh in the post-registration epoch. *WIPO-WTO Colloquium Papers, 9*, 1–13. https://doi.org/10.30875/d6f0aa8d-en